বীক্ষণ

Ram Ritinker Hazra

ই- ম্যাগাজিন/ দেওয়াল পত্রিকা

শারদীয়া সংখ্যা - ১৪৩০

প্রাণীবিদ্যা বিভাগ, সিটি কলেজ

কলকাতা -৭০০০০৯

ই-ম্যাগাজিন/ দেওয়াল পত্রিকা

শারদীয়া সংখ্যা - ১৪৩০

প্রানীবিদ্যা বিভাগ,
সিটি কলেজ
কলকাতা- ৭০০০০৯

বীক্ষণ

(E-Magazine/ Wall Magazine of Department of Zoology, City College, Kolkata)

Editor
Dr. Supriti Sarkar

© Department of Zoology
City College
102/1, Raja Rammohan Sarani
Kolkata- 700 009

First Published: November, 2021

Published by
Dr. Sital Prasad Chattopadhyay
Principal
City College
102/1, Raja Rammohan Sarani
Kolkata- 700 009

Cover Photo
Ram Ritinker Hazra

All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form including photocopying, digital recording or by any information storage and retrieval system without prior permission from the copyright holder. The Publisher and Editors are not responsible for the authenticity and originality of the contents expressed by the authors in their write-ups and paintings.

বীক্ষণ - অংশগ্রহণে

সম্পাদনায়

ড: সুপ্রীতি সরকার

সম্পাদনা সহায়তায়

ড: দেবাশীষ কর্মকার ড: সইফুল আনম মীর

ড: কৃষ্ণেন্দু দাস ড: অর্কদীপ মিত্র

ড: ইন্দ্রনীল রায় শ্রীমতি ডোনা ব্যানার্জী

ড: সৌমেন রায়

বিন্যাস ও রূপায়ণে

বিকাশ মূর্মু দীপজিৎ পাল চৌধুরী

শুভজিৎ নন্দী

আঁকায় ও লেখায়

সিটি কলেজের-প্রাণীবিদ্যা (অনার্স) ও জীববিজ্ঞান (জেনারেল) শাখার
প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীরা

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়	ডঃ সুপ্রীতি সরকার	১
সোনালী সুতোর কারখানা	অম্বর দে	২
অলীক তুমি	জাহিদ হোসেন মল্লিক	৫
Painting	Ishita Chakraborty	৬
Surveying migratory birds at Santragachi Jheel	Arindam Mudi	৭
ইচ্ছে	ইমনজিত রায়	৯
Painting	Ankita Neogi	১০
Symphony of wings: Migratory Birds Santragachi Jheel	Md. Saif Alam	১১
Painting	Pritam Dhara	১৩
সহজ মানুষ	দেবজ্যোতি সোম	১৪
হ্যাপি হ্যালোউইন	রুচিসা দাস	১৫

বারুদের অধ্যায়	অনির্বাণ মুখার্জি	১৭
Mother Earth	Sania Parveen	১৮
কেবল কলকাতা	সৌম্যদীপ সাঁতরা	১৯
বন্ধু	সোহম ব্যানার্জি	২১
Photography	Pial Singha, Sayannya Biswas	২২
সাদা - কালোয় জীবন	স্বাগতালক্ষ্মী কর	২৩
মেঘমালা	শুভজিৎ নন্দী	২৪
Photography	Dipjit Pal Chowdhury, Ayon Layek	২৫
Photography	Aritra Bhattacharya, Shubhajit Nandy	২৬
Photography	Jahid Hossain Mallick, Ram Ritinker Hazra	২৭
Painting	Debojyoti Some	২৮

সম্পাদকীয়

ড: সুপ্রীতি সরকার, অধ্যাপিকা
প্রাণীবিদ্যা বিভাগ, সিটি কলেজ

২০২১ সালে মুকুলিত হবার পর বীক্ষণ এখন কিশলয়। শৈশব অতিক্রান্ত হয়নি। তাই তার কিছু রচনার মানদণ্ডের পথে একটু অমসৃণতা রয়েই গেল। মার্জনা চেয়ে নিলাম। সিলেবাসের বোঝা, ঘন ঘন পরীক্ষার বজ্রাঘাত এসবের মাঝখানে 'বীক্ষণের' ধারাবাহিকতা বজায় রাখাই এখন মুখ্য। এটি সম্ভব হয়েছে শুধুমাত্র বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের অদম্য উৎসাহ ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ক্রমাগত তাগাদার যৌথ প্রচেষ্টায়। যাই হোক, সবমিলিয়ে শারদীয়া উৎসবের প্রারম্ভে, সিটি-জুলজির দেয়াল পত্রিকা/ ই-মাগাজিন- বীক্ষণের এই তৃতীয় প্রকাশনা, সংশ্লিষ্ট সবার মনেই একটি ছোট্ট ও বাড়তি উদ্দীপনা সৃষ্টি করল।

কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ ,ভ্রমণকাহিনী, অঙ্কন, চিত্রগ্রহণ ও পত্রসজ্জা ইত্যাদি সবকিছুর মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের আবেগ, জ্ঞান ও মতামত কে সাবলীল ভাবে বীক্ষণের পাতায় তুলে ধরেছে। পাঠক পাঠিকারা তাদের সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করে ছাত্র-ছাত্রীদের সৃষ্টি ও রচনার ভাষা, ভাব ও শৈলীকে আরো সুদৃঢ় ও সুগঠিত করতে সাহায্য করবেন- এই আশা রাখি । তাহলেই 'বীক্ষণ' আগামী বছর গুলোতে স্বমহিমায় প্রকাশিত হয়ে পরিণত পত্রের রূপ পাবে। বীক্ষণের বিষয়বস্তু নির্বাচনে কোনও বিশেষ বিধি বা সীমারেখা নেই। তাই এই পত্রিকা প্রকাশনার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে ও বিষয়বস্তুতে বৈচিত্রের সংযোজনা করতে বিভাগীয় অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাদের সংযুক্ত হবার প্রস্তাব ও অনুরোধ রাখা হলো।

কলেজের অধ্যক্ষ শ্রী শীতল প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও বীক্ষণের সঙ্গে যুক্ত সকলকে জানাই অশেষ ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা।

– সুপ্রীতি সরকার

সোনালী সুতোর কারখানা

–অম্বর দে, প্রাক্তনী (২০২২), প্রাণিবিদ্যা (অনার্স)

"অষ্ট পদ ষোল হাঁটু, জাল বুনতে গেল লাটু" ছোট বেলায় আমার অনেকেই এই ছড়া শুনেছি, কিন্তু এই অষটপদী সদস্যরা আমাদের খুব একটা যে প্রিয় তা কিন্তু একেবারেই নয়। মাকড়সা মানেই আমাদের কাছে অদ্ভুত দেখতে এক কিম্ভুত কিমাকার জীব যারা ঘরের কোনে জাল বোনে আর ঝুলঝাড়ু হাতে নাজেহাল হতে হয় আমাদের। তাই খুব স্বাভাবিক ভাবেই মাকড়সা থেকে স্পাইডারম্যান ছাড়া যে আরও ভালো কিছু হতে পারে সেই ভাবনাটা বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। তবে আমাদের এই পৃথিবীতে প্রতিটি জীবের মতই তারাও কিন্তু প্রকৃতির ভারসম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে চলছে। তবে আজকে যেটা নিয়ে কথা বলবো সেখানে প্রকৃতির অনান্য জীবেদের থাকে মানুষের সাথে মাকড়সার সম্পর্কটাই বেশী করে উঠে আসবে। আমরা হচ্ছি এমন এক প্রজাতি যারা নিজেদের সুবিধার্থে কাউকেই ছেড়ে কথা বলিনি, তাই মাকড়সাই বা বাদ যায় কেন। বিভিন্ন অবাক করা বৈশিষ্ট্যের মধ্যে মাকড়সাদের একটি অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল তাদের জাল বোনা। এখন এই জালের সাহায্যে তারা শিকার ধরে একথা আমরা সবাই জানি, কিন্তু যেটা জানিনা সেটা হল, মানুষও কিন্তু এই জালকে কাজে লাগিয়ে এক অদ্ভুত কান্ড ঘটিয়ে ফেলেছে। আমরা রেশম কীটের কথা পড়েছি, যারা হচ্ছে রেশম মথের লার্ভা এবং এটাও আমরা কমবেশি সবাই জানি যে কিভাবে তাদের থেকে রেশম তৈরি হয় আর সেই রেশম বা silk ব্যবহার করে তৈরি হয় নানান দামী দামী বস্ত্র। তাই রেশম মথরা যদি বস্ত্র শিল্পে তাদের দক্ষতা প্রমাণ করতে পারে তবে মাকড়সারাই বা বাদ যায় কেন। তাহলে কি মাকড়সার জাল থেকেও জামা কাপড় তৈরি করা যায়? আজকে আমরা সেটা সম্পর্কেই একটু জেনে নেব, কিন্তু তার আগে আমাদের একটু জানতে হবে মাকড়সা ও তাদের তৈরি এই জালের সম্পর্কে ।

মাকড়সা আর তাদের বোনা জাল:

সন্ধিপদী পর্বের অন্তর্গত মাকড়সারা "arachnida" শ্রেনীর মধ্যে পড়ে। এদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল চার জোড়া সন্ধিল উপাঙ্গ,দেহ দুটি খন্ডে বিভক্ত "cephalothorax" বা "prosoma" এই অংশটি মস্তক এবং বক্ষের মিশ্রনে তৈরি। অপর অংশটি হল "abdomen" বা "opisthosoma" যেটি হল পশ্চাত অংশ।

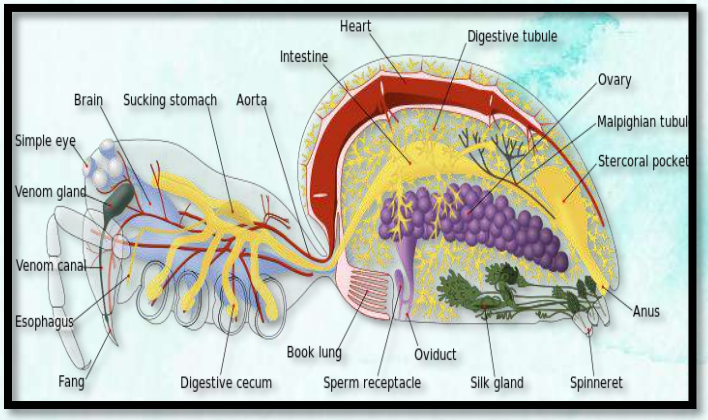

মাকড়শার শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ সমূহ

চোঙাকৃতি অংশ যার নাম "pedicel" যেটি cephalothorax এবং abdomen কে একসাথে যুক্ত করে। এছাড়া এদের রয়েছে চার জোড়া চোখ তবে এদের কিন্তু পুঞ্জাক্ষির বদলে সরলাক্ষি থাকে যাদের "ocelli" বলা হয়ে থাকে।

মাকড়সাদের সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য আমরা জানতে পারলাম, এবার একটু জেনে নেওয়া যাক তাদের তৈরি জাল সম্পর্কে এবং কিভাবে তারা এই জাল তৈরি করে। আসলে মাকড়সার জাল কিন্তু এক প্রকার তরল পদার্থ হিসেবে তাদের শরীরের মধ্যে এক নির্দিষ্ট গ্রন্থিতে অবস্থান করে যাকে বলে "silk gland"।

এই গ্রন্থি বা থলি থেকে যখন সেই তরল বাতাসের সংস্পর্শে আসে, মুহূর্তের মধ্যে তা কঠিনে রুপান্তরিত হয়। আসলে এই তরল হল এক প্রকার প্রোটিন যা মাকড়সারা তাদের দেহে উৎপন্ন করতে পারে। এখন শুধু জাল তৈরি করলে তো হবে না তাকে বুনতেও হবে, তার জন্য

মাকড়সার abdomen র বাইরের দিকে থাকে এক প্রকার বিশেষ অঙ্গ যার নাম "spinnerets" বা "gossamer"। সাধারণত মাকড়সাদের ক্ষেত্রে ছয়টি spinnerets দেখতে পাওয়া যায় তবে সংখ্যাটা বিভিন্ন প্রজাতি অনুযায়ী পালটাতে দেখা যায়। পৃথিবীর সব প্রজাতির মাকড়সারাই জাল বুনতে সক্ষম হলেও সব ধরনের জাল বা silk কিন্তু আমাদের textile industry তে জায়গা করে নিতে পারে নি। তাহলে আসুন এবার জেনে নেওয়া যাক কোন প্রজাতির মাকড়সাদের জাল এই শিল্পে ব্যবহার করা হয় এবং কিভাবেই বা এর সুত্রপাত।

মানুষকে জালে জড়াল কারা?

আপাতদৃষ্টিতে মাকড়সার জাল খুব দুর্বল বলে মনে হলেও বাস্তবে তা কিন্তু একেবারেই নয়, বরঞ্চ ব্যাপার টা একদমই তার বিপরীত। এই জালের ক্ষমতা অকল্পনীয়। অবাক করার মত বিষয় এই জাল কিন্তু স্টিল, নাইলন, এমনকি bulletproof vest এ ব্যবহৃত কেভলারের থেকেও বেশী ক্ষমতার অধিকারী। মাকড়সার জাল যেমন ২০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতাতেও তার কার্য ক্ষমতা বজায় রাখতে সক্ষম তেমনই -৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতাতেও তাকে কাবু করা মুশকিল। তাই প্রকৃতি প্রদত্ত এমন এক বস্তুর ওপর মানুষের হাত পড়বেনা তা কি আর হতে পারে।

(আমাদের স্থানীয় অঞ্চলের Orb weavers মাকড়সা)

(মাদাগাস্কারের Golden Orb weaver মাকড়সা)

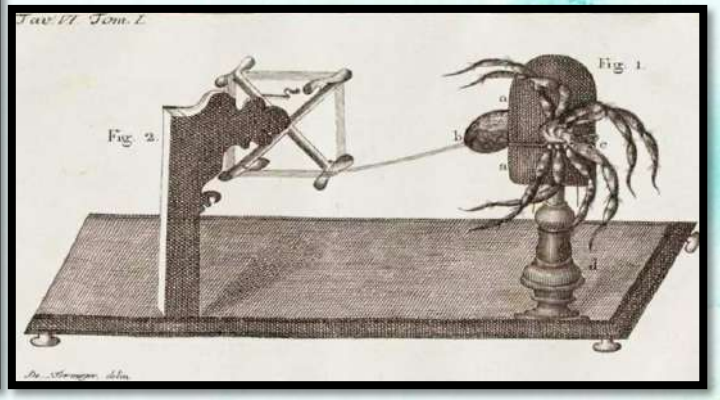

(Jacob Paul Camboué এবং M. Nogué এর তৈরি যন্ত্র)

মানুষ বহুকাল আগে থেকেই মাকড়সার জাল নানান কাজে ব্যবহার করে এসেছে, উদাহরণস্বরূপ প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত সলোমন দীপপুঞ্জের আদি বাসিন্দারা মাছ ধরার জন্য আজও মাকড়সার জাল ব্যবহার করে থাকে। তবে প্রথমবার মাকড়সার জাল ব্যবহার করে বড় মাপের বুননের কাজ যিনি করেন তিনি হলেন Jacob Paul Camboué । ইনি ছিলেন একজন ফরাসি ধর্মযাজক তার সাথে একজন এন্টোমলজিস্ট। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে তিনি ধর্ম প্রচারের সূত্রে মাদাগাস্কার যান এবং সেখানে গিয়ে তিনি দেখতে পান বিশেষ এক প্রজাতির মাকড়সা যার নাম Golden Orb weaver spider।

Orb weaver মাকড়সার বহু প্রজাতি পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় পাওয়া যায়, একটু খেয়াল করলে আমরা বাড়ির আশেপাশেই এই প্রজাতির মাকড়সা খুঁজে পেতে পারি, চলতি কথায় এদের signature Spider নামেও ডাকা হয়ে থাকে, সাধারণ ভাবে এরা বেশ শান্ত প্রকৃতির মাকড়সা এবং মানুষের কাছে এরা একেবারেই বিষাক্ত নয়। তবে অনান্য orb weaver মাকড়সাদের থেকে মাদাগাস্কারের এই প্রজাতির এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল তাদের বোনা জাল। Golden Orb weaver মাকড়সাদের জালের স্থিতিস্থাপকতা অনান্য প্রজাতির মাকড়সাদের থেকে অনেক বেশি এবং এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যই একজন এন্টোমলজিস্ট হিসেবে Jacob Camboué কে দারুণ উৎসাহী করে তোলে। এরপর Camboué এবং তাঁর এক সহকর্মী M. Nogué মিলে এক অসাধারণ যন্ত্র আবিষ্কার করেন, যার সাহায্য একবারে ২৫টি মাকড়সা থেকে তাদের silk সংগ্রহ সম্ভব হয়। এই যন্ত্রের সাহায্য সংগ্রহ করা silk দিয়ে তারা একটি চাদর বোনেন এবং সেই চাদর ১৯০০ সালে প্যারিসের Exposition Universells এ প্রদর্শন করা হয়। এই ঘটনা চারিদিকে সাড়া ফেলে দেয় এবং তাদের এই কাজের উপর ভিত্তি করে মাদাগাস্কারের রাজধানী আন্তানানারিভো তে একটি ছোট spider-silk ফার্ম তৈরি হয়।

Simon Peers এবং Nicholas Godley এর তৈরি সোনালী বস্ত্র

Camboué এর এই কাজের প্রায় এক শতাব্দী পরে Simon Peers এবং Nicholas Godley নামে দুই ভদ্রলোক Camboué এর কাজ অনুসরণ করে Golden orb weaver এর silk দিয়ে কাপড় তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেন। যেমনি ভাবনা তেমনি কাজ, তারা দুজনে মাদাগাস্কার গিয়ে পৌঁছান এবং সেখানকার স্থানীয় বাসিন্দাদের নিয়ে আশি জন সদস্যের একটি দল তৈরি করেন। এই দুই ভদ্রলোকের মধ্যে Simon Peers ছিলেন একজন বস্ত্র শিল্পী এবং Nicholas Godley ছিলেন একজন ব্যবসায়ী।

তাঁরা দুজনে এই আশি জনের দল নিয়ে প্রায় ১০ লক্ষের বেশী Golden orb weaver মাকড়সা সংগ্রহ করেন এবং তাদের থেকে সংগৃহীত জালের সাহায্য ২০০৪ সালে ১১ফুট লম্বা, ৪ফুট চওড়া এবং ২.৪ পাউন্ড ওজনের অপূর্ব এক সোনালী রঙের কাপড় তৈরি করেন। বর্তমানে এই বস্ত্র লন্ডনের ভিক্টোরিয়া এবং আলবার্ট জাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে।

তাহলে আমরা জানলাম মাকড়সাদের কথা, জানলাম তারা কিভাবে জাল বোনে এবং জানলাম মাকড়সার বোনা জাল দিয়ে মানুষ কি না কি কান্ডই ঘটিয়েছে। তাই সব শেষে বলার এটাই যে প্রকৃতি আমাদের সব দিয়েছে, কিন্তু সেই সম্পদের মর্যাদা দেওয়াটাও কিন্তু আমাদেরই কর্তব্য। এই জগতে প্রতিটি জীব প্রতি মুহূর্তে আমাদের সবার প্রিয় এই নীল গ্রহের ভারসাম্য বজায় রেখে চলছে তাই উন্নততম জীব হিসেবে আমাদের দায়িত্ব সেই সকল জীবন কে সঙ্গে নিয়ে চলা এবং তাদের প্রতি সম্মান রাখা কারণ তাদের অস্তিত্বই আমাদের অস্তিত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে।

অলীক তুমি

–জাহিদ হোসেন মল্লিক, পঞ্চম সেমিস্টার, প্রাণীবিদ্যা (অনার্স)

ক্ষনিকের সংলাপ, চেতনায়
কতটা রেখাপাত করে ?
পলায়মান মুহূর্ত যেন,
ঠায় দাঁড়িয়ে লড়ে।
গোধূলি শেষেও তোমার
গল্পের রয়েছে রেশ,
কৃষ্ণবর্ণ সন্ধ্যায়, দালান চা–এ
সঙ্গ দিচ্ছ বেশ।
অন্তরে অভীক্ষার ন্যায় উত্তরহীন
প্রশ্নের ভিড় কেন এত ?
উন্মত্ত হয়ে কল্পনায়, পরিচয়
বাড়াচ্ছি কি অবিরত ?
কাচের ওপারে স্তব্ধ সতর্ক,
তোমার জিজ্ঞাসু নজর;

Priya Mondal, Sem V, Zoology (Hons.)

Heera Jamil, Sem V, Zoology (Hons.)

নিশির গহীন বনে শিকারি বেশে,
কেবল এই নগন্যের উপর।
আমি 'প্রলিপ্ত', দ্বিপ্রহরের
দেহ হিমকারী তুমিতে,
তাই কান পেতেছি মেঘের কোলে
এক আকাশ গল্প শুনতে।
গ্রীষ্মের প্রশান্তকারী দৈবাৎ
বর্ষণে, চেনা গানের সুর
সেই তালে নৃত্য মগ্ন তুমি;
যেন স্বর্গীয় ময়ুর ।।
রুদ্ধশ্বাসে পলক মেলে,
আমরা বিষন্ন, বাস্তবে ফিরে।
আবার ফিরবে সকল ঠোঁটের
স্নিগ্ধ স্মিতা আগামীর ভোরে ।।

Ishita Chakraborty, Ex-student(2023), Zoology (Hons.)

Surveying Migratory Birds At Santragachi Jheel

-Arindam Mudi, Ex-Student (2023), Zoology (Hons)

Introduction

Santragachi Jheel is a large lake, situated in the Howrah District of west Bengal, India. The total area of this lake is more than 1375000 square feet. The santragachi Jheel is located beside the Santragachi Railway Station. The jheel is a part of South-Eastern Railway.

How to reach the place:

Santragachi Jheel is just beside the Santragachi Railway station. There are two ways to reach this place-

1. By Road: It is short trip from Howrah. Bus service is all-time available.
2. Train: The distance from Howrah station to Santragachi station approximately 7 km. It takes approximately 15-25 minutes.

We went to Santragachi by Howrah-Panskura local, last year in February. Santragachi Jheel is like a small heaven for migratory birds.This lake attracts large number of migratory birds in the winter season. It is a wetland situated besides the Santragachi Railway station, in Howrah. Every year in winter, large number of migratory birds fly from other cold countries, across the world. From distant places like North America and Australia as well. Bird watching spot is situated by the lake but that is only on one side of the lake, due to presence of human habitations and railway track. Birds stay in the middle of the lake and show their activities. Sometime the migratory birds fly from one side to the other side of the lake in groups. Some groups were catching insects from the lake water. We captured some pictures of their activities.

India is an important stopover and wintering ground for many different species of migratory birds. Central Asian flying and East Asian Australian flyway are the major bird migration flyways over India. Santragachi jheel is located along the East Asian-Australian flyway. It is a major flyway of migratory birds, moving between breeding grounds in the Arctic and their wintering grounds in Southeast Asia and Australia.

Santragachi Jheel is an important place for migratory birds along this flyway, and provides critical habitat, food resources and shelter for migratory birds.

Arindam Mudi

In winter Lesser Whistling duck is more in number than other migratory birds like Eurasian wigeon, Gadwall, Ferruginous duck, Northern shoveler, Moorhen, White wagtail, Citrine wagtail and others. Also, we photographed some other birds from the surrounding trees near the lake- Purple Sunbird, Yellow Hooded Oriole, Green Bee-eater, copper smith barbet etc., although they are not migratory birds.

The Forest Department and West Bengal government cleans a portion of water hyacinths from the lake and clean the surroundings because the migratory birds come every year to this lake.

Lesser whistling ducks flying over the lake.
(Aritra Bhattacharya)

Lesser Whistling Duck flying over the lake.
(***Aritra Bhattacharya)***

Best time to visit Santragachi Jheel

The best time to visit Santragachi Jheel is during winter seasons, from November to February. The number of migratory birds are increased during this time. Birds are active normally throughout the day, but in the early morning they are most active and thus morning is the best time to visit. Visitors require Camera and must carry binoculars to observe birds' activity. There is a sidewalk by the lake to get full view.

ইচ্ছে

-ইমনজিত রায়, প্রথম সেমেস্টার, জীব বিজ্ঞান জেনারেল

যদি এই Long Drive এর জামানায়
তোমাকে বলি পায়ে হেঁটে
আমার হাত শক্ত করে ধরে
কিছু পথ হাঁটতে
তবে কি রাগ করবে ?

ধরো রাস্তা ভর্তি লোক
তীব্র রোদ
এমন সময় তোমর পথ আটকে
একদৃষ্টিতে তোমার দিকে তাকিয়ে
মায়াবী কণ্ঠে বলি
ভালোবাসি ..
খুব কি বিরক্ত হবে কিংবা রাগ হবে ?
নাকি ঐ অবস্থায় আমার হাতটা
শক্ত করে ধরে বলবে
ভালোবাসি ভালোবাসি ভালোবাসি ।।

Sonali Jana, Sem III , Zoology (Hons.)

হয়তো কোনো দামী রেস্টুরেন্ট এর
হাড় হিম করা ঠান্ডা ঘরে বসে
কোনো দামী খাওয়ার খাওয়াতে পারবো না।

কিন্তু দিতে পারবো
পড়ন্ত বিকেলের গঙ্গার পাড়
ফুরফুরে হাওয়া
নদীর জল হয়ে যাওয়ার শব্দ
পাখিদের কোলাহল
সাথে মাটির ভাঁড়ে গরম ধোঁয়া ওঠা
এক কাপ চা ।
আর খাওয়াতে পারবো রাস্তার পাশের
কোনো রেস্তোরার সস্তা খাওয়ার ।।

হয়তো দিতে পারবো না কোনো 3BHKফ্ল্যাট
কিন্তু যদি একটা টালির চালের
ছোট্ট ঘর সাথে তোমার আমার
খেলনবাটি খেলার মতো
ছোট্ট সংসার দিতে পারি
তবে কি রাগ করবে আর হাত ছেড়ে
চলে যাবে মাঝপথে ??
নাকি হাতটা আরো শক্ত করে ধরে
খেলনাবাটির মতো সংসারটাকে
নতুন প্রাণ এনে দেবে ??

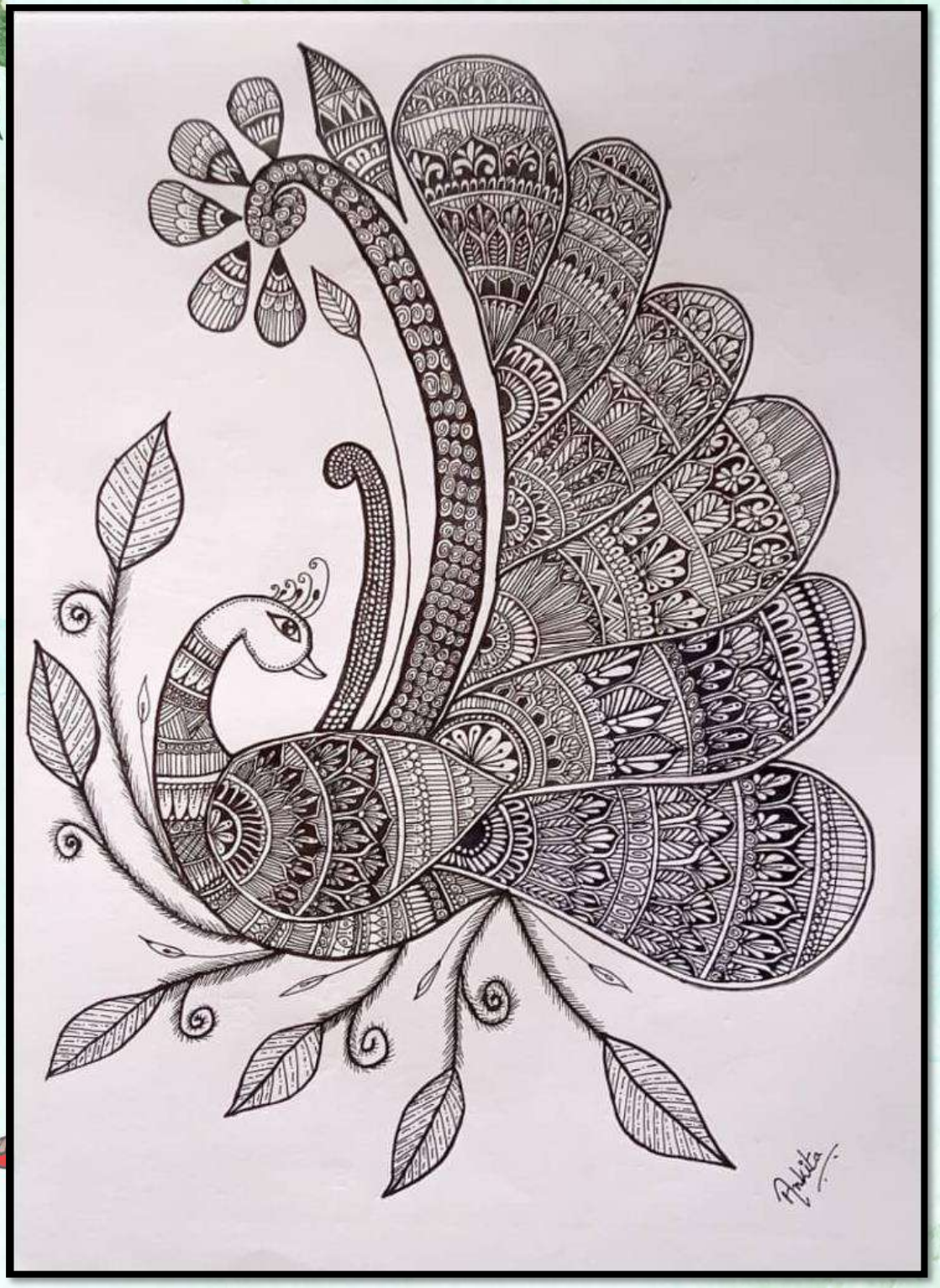

Ankita Neogi, Sem III, Zoology (Hons.)

"Symphony of Wings: Migratory Birds of Santraganchi Jheel"

-Md.Saif Alam, Sem III, Zoology (Hons.)

Bronze winged jacana,
Aritra Bhattacharya,
Ex-Student 2023

In Santraganchi's blessed retreat,
Where nature and serenity meet,
A vibrant chorus fills the air,
As migratory birds gather and share.

Upon the lake, a grand parade,
As diverse birds find solace and aid,
With wings of wonder, they arrive,
Transforming landscapes, keeping alive.

Purple Sunbird

The graceful geese, in perfect V,
Embark on journeys, wild and free,
From Arctic realms, they take their flight,
Honking melodies, day and night.

Sandpipers, agile and swift,
Grace the shores with a graceful lift,
Plover, Dunlin, their feathers blend,
Seeking respite, on shores they depend

Flamingos, in radiant pink attire,
Bestow upon the jheel a vibrant fire,
With elegance, they wade and feed,
A stunning spectacle, indeed.

The herons, statuesque and poised,

Graceful hunters with skill well-voiced,

Grey Heron, Pond Heron, and Egrets white,

Seeking fish in the fading light.

Kingfishers, a burst of vibrant hue,

With iridescent feathers, they renew,

Darting swiftly, their eyes keen,

Seeking fish with movements serene.

Cormorants, divers of great depths,

Pursue their prey with skilled steps,

Emerging with silvery treasures held,

A testament to the lake's wealth upheld.

On this journey of migration's dance,

Santraganchi's jheel grants a chance,

To witness nature's splendid show,

As avian wonders come and go.

Their presence, a reminder profound,

Of interconnectedness that surrounds,

Protecting habitats, both near and far,

Preserving the migratory birds' memoir.

So let us celebrate this symphony grand,

Of migratory birds, a sight so unplanned,

Santraganchi's jheel, their timeless stage,

Where nature's marvels forever engage.

Indian Pond Heron Adult (Breeding Plumage)
-Md.Saif Alam, Sem III, Zoology (Hons.)

Pritam Dhara, Sem V, Zoology (Hons.)

সহজ মানুষ

-দেবজ্যোতি সোম, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, প্রাক্তনী(২০২২)

বদ্ধ গরম, স্থির, আর ইটের গন্ধ
সময় একই গতিতে বয়ে যায় ,
হাতে হাত রেখে।
কারোর আলো আধার নেই।
শুধু দিন রাত্রের পার্থক্য টুকু পড়ে আছে।
কারোর ঘর নেই, যুদ্ধে তছনছ হয়ে গেছে।
শুধু মানুষের মাংস বেড়ে যাওয়ার গন্ধ।
নগ্ন শরীরের রং! এটুকুই রঙিন।
কোনো সহ্ায় নেই, নেই কোনো আশ্বাস।
হাসপাতালের বারান্দা আছে, কিংবা, শুধু একটা ছবি।
মাথার ওপর ছাদ নেই , পথের পাশের ফুটপাতেই বারো মাস।
দুটি বাড়ি, দালান মূলত। মুখোমুখি কোন দরজা নেই।
কি চায় মানুষ? পৃথিবী অভিকর্ষ ভুলে যাক?
সাম্রাজ্য আটুট কিনা মেপে নেয় প্রত্যাঘাত করে।
ভাঙার খেলা শিখেছে মানুষ, ভাগ করেছে পৃথিবী।
মানুষ বাঁচাতে মানুষ-খেকো এই মানুষেরা।
অহংকার শিখেছে, অস্বীকার করেছে সময়ের প্রবাহমানতা,
হিংসার নেশায় মেতেছে।
হিংস্র প্রাণীর মতো কেটেছে একটি একটি করে প্রাণ,
ছিঁড়েছে কত না জীর্ণ বস্ত্র !

ভরসাকে পরিণতি দিয়েছে আতঙ্কের।
মাপতে শিখেছে। উত্তীর্ণ হতে না পারলে, বিচ্ছিন্ন করেছে।
তবু মানুষ! কি সহজ মানুষ!
এত শত্রু ঘেরা দেশ। এখনো কি মানুষ আছে? বা কিছু অবশিষ্ট!
এটুকু আশ্বাস পেলে শান্ত হয়ে ওঠে প্রাণ।
গণতন্ত্রে মন দেওয়া যায়।

Swarnadip Mukherjee,
Sem III, Zoology (Hons)

হ্যাপি হ্যালোউইন

–রুচিসা দাস, পঞ্চম সেমেস্টার, প্রানিবিদ্যা (অনার্স)

রাতের খাওয়ার অনিয়মই হয়েছিল মনে হয়, না হলে বিছানায় শুতে না শুতেই এমন অস্থির কেনো লাগছে? মনে হচ্ছে দম বন্ধ হয়ে আসছে। উফ্! আর পারছি না থাকতে, নিঃশ্বাস নিতে বড্ড কষ্ট হচ্ছে যে, নাহ্! এবার চোখটা খুলতেই হচ্ছে।

একি! আমি তো আমার ঘরে, আমার বিছানায় শুয়ে ছিলাম, এখন না বিছানা দেখতে পাচ্ছি আর না আমার ঘর। চারিদিক যে অন্ধকার! যেন অমাবশ্যার রাত। কিন্তু আজ তো শুক্ল পক্ষের চতুর্দশী। ধুর-বাবা! এসব কি হচ্ছে আমার সাথে? একে তো এই অস্থিরতা তার ওপর.. কেমন যেনো স্যাঁতস্যাতে একটা গন্ধ হওয়ায় ভেসে আসছে। দেখি তো ভালো করে (আরো জোড়ে শ্বাস নিয়ে) হ্যাঁ! তাই তো কেমন স্যাঁতস্যাতে আর পোড়া-পোড়া গন্ধ। বাইরে বোধ হয় বৃষ্টি হচ্ছে তাই এমন গন্ধ। ওই তো মেঘ ডাকছে। কিন্তু এই পোড়া গন্ধটা..?

এসব ভাবতে ভাবতে আলোর ঝলকানিতে দেখি আমি একটা বড় কাঁচের বাক্সে বন্দী। সারা বাকসো জুড়ে সরু-সরু দাগ। কাছে গিয়ে যে একটু খুঁটিয়ে দেখবো তারও উপায় নেই। হঠাৎ কোথা থেকে যেন একটা স্পটলাইট বাক্সের ওপর পড়লো এবং সম্পুর্ণ দৃশ্যটা পরিষ্কার হলো। সেই কাটা দাগগুলো আসলে আঁচড়ের দাগ। কেউ যেন মাটি খুঁড়েছে; যেন ক্ষিপ্ত হয়ে প্রচন্ড শক্তি দিয়ে নখের আঁচড়ে কাঁচটা খোদাই করার চেষ্টা করেছে। বাক্সের এক প্রান্তে লাল-লাল কিছু লেগে আছে। বোঝা যাচ্ছে না দুর থেকে। একটু কাছে গিয়ে দখি আঁচড়ের কয়েক জায়গায় রক্ত মাংস লেগে আছে।

হঠাৎ স্পটলাইটটা নিভে গেলো। তখনই কেউ চাপা গলায়, মেয়েলি সুরে ফিস ফিস করে বলল 'হ্যাপি বার্থডে টু ইউ... হ্যাপি বার্থডে টু ইউ...' শুনে শরীরে শিহরণ জেগে উঠলো। বিদ্যুৎ খেলে গেলো। সেই মুহূর্তেই অসাড় হয়ে পড়লাম। যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম, সেখান থেকে পা সরানোর জোর টুকুও পেলাম না।কি করবো? চিৎকার করবো? গলা দিয়ে তো আওয়াজও বেরোচ্ছে না। কাকে ডাকবো? কেউই যে নেই। জায়গাটাও কেমন অদ্ভুত!

আবার সেই স্পটলাইট পড়লো। এবার কেমন ফেকাসে, লাল রঙের; আগের বারের মত সাদা নয়। আলোটা গিয়ে পড়ে একটি মেয়ের ওপর। ভীষন ভয়াবহ সেই দৃশ্য। মেয়েটির পরনে জীর্ণ বস্ত্র। তার লম্বা, কালো, ভেজা চুল মুখের অধিকাংশই ঢেকে রেখেছে। ঠিক চিনতে পারছিনা। কাঁচের বাইরে দাড়িয়ে সে।

আলোটা মিটমিট করে জ্বলতে লাগলো। মেয়েটিও সেই সঙ্গে আমার দিকে এগোতে লাগলো। আমার পা জমে গেলো। গা ভার হয়ে আসলো। যাহ! সব অন্ধকার!

একটু পরেই আলোটা আবার জ্বলে উঠলো। মেয়েটিও এবার আমার খুব কাছে। আমাদের মধ্যে খালি একটা কাঁচের দেয়াল। ও বাইরে, আমি ভিতরে। এখন ভালো করে দেখলাম ওকে। কি ভয়ঙ্কর!! চোখে আগুন জ্বলছে। যখন সে চিৎকার করে আমাকে ডাকলো তার মুখ থেকে গাঢ় লাল, তাজা রক্ত গলগল করে বেরোতে লাগলো। তারপর যেই সে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে আমাকে ডাকতে লাগলো তখন দেখি ওর আঙ্গুলে নখ নেই আর সেই ফাকা জায়গা থেকে হাড় বেরিয়ে মাংস ঝুলছে এবং টপ টপ করে রক্ত পড়ছে।

কোনভাবে ধক গিলে 'সর্বনাশ!' বলে পিছন ঘুরে দৌড়তে যাবো তখনই হুড়মুড় করে কিছু পরে যাওয়ার শব্দ হলো। থমকে গেলাম। পিছন ফিরে দেখার সাহস হলো না।

আবার কিসের একটা শব্দ হচ্ছে, হাতুড়ি দিয়ে মারার মত। ডানদিকে সাহস করে আস্তে আস্তে ঘাড় ঘোরালাম, কেউ নেই। বাঁদিকে তাকালাম, কেউ নেই। ভয়ে ভয়ে ঢোক গিলে ওপরে তাকাতেই দেখি কি সাংঘাতিক! মেয়েটি কাঁচটার ওপর বসে সেটিকে ক্ষিপ্ত ভাবে ভাঙার চেষ্টা করছে, আঁচড়াচ্ছে। আবার চিৎকার করে উঠলো। এবার বোধ হয় আর কোনো গতি নেই। আজ আমার মৃত্যু নিশ্চিত!

'কি হলো? শুনতে পাচ্ছ না? বলছি না দরজাটা খোলো..!'

' দরজা ' কিন্তু ও তো ওপরে বসে আছে। দরজা ওপরে থাকে নাকি? কিছু গন্ডগোল আছে। চোখ বুঁজে ফেললাম। খানিক্ষণ পরে চোখ খুলতেই দেখি আমি তো আমার ঘরে। কোথায় সেই ঘর? সেই বাক্স? সেই মেয়েটিই বা কোথায়? দিব্যি আমার ঘরে বিছানায় শুয়ে আছি আমি।

' এই বাবু দরজা খোল! কত বেলা হয়ে গেলো বল দেখি। এখনো পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে! বলি জন্মদিন বলে আর কত ঘুমাবি?'

মা এর গলা তো। দরজার বাইরে থেকে আসছে। (ঘড়ির দিকে তাকিয়ে) এবাবা! ১০.৩০ টা বাজে দেখি। তার মানে এতক্ষন যা হলো সব স্বপ্ন?

'এই জন্যেই বলি বেশি রাত করে ভূতের সিনেমা/সিরিয়াল না দেখতে! রাত্রে ওসব দেখবে র সকালে দেরিতে উঠবে!'

কালকে রাত্রে হেলোইন যুক্ত কিছু shows দেখছিলাম বটে, তাই হয়তো এমন... যাকগে, যাই ফ্রেশ হয়ে নিয়ে। বিছানা থেকে নিচে পা রাখতেই, পা এ ধারালো কিছু একটা ফুটলো। হাতে তুলে দেখি, একটা রক্তাক্ত ভাঙ্গা নখ।

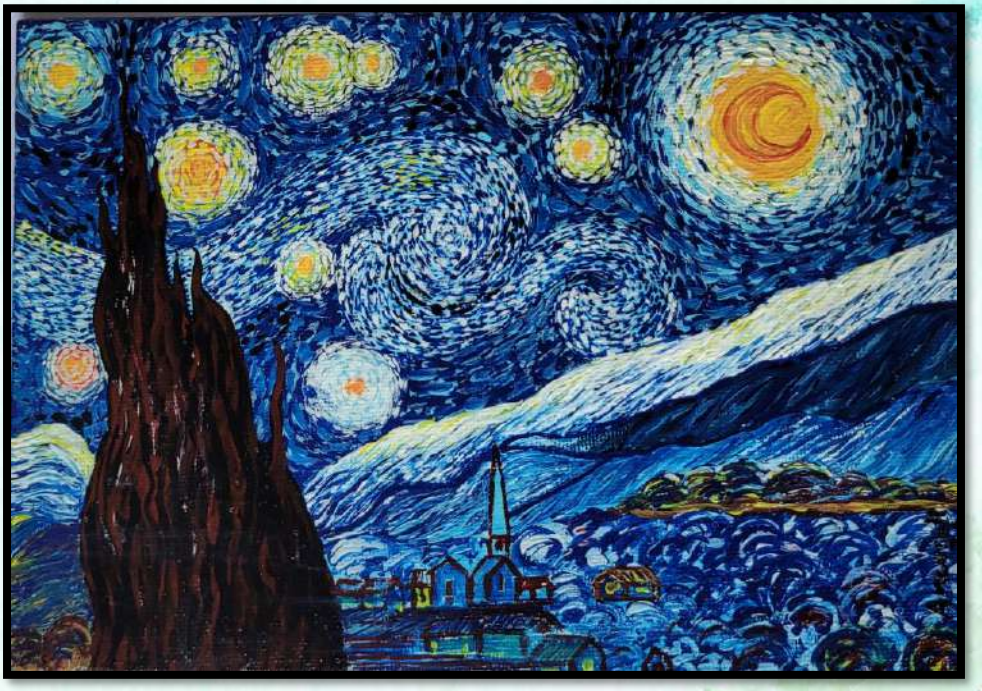

Anurati Patra, Sem V , Zoology (Hons.)

বারুদের অধ্যায়

–অনির্বাণ মুখার্জী, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, প্রাক্তনী (২০২৩)

রুক্ষ মাটির পাথরে রক্তের ছিটে
চাকার ধুলোয় ঢেকেছে পরিচয়
নিভৃত আলোচনায় বিধ্বস্ত ধরাধর
মৃত্যু নদীর কিনারায় লুপ্তপ্রায় ভয়।

অজানা আতঙ্কে কাঁপছে শহর
অনুশোচনার নেই কোনো স্থান,
আগুনের ফুলকিতে অস্তিত্বরা ধ্বংস
পৈশাচিক উন্মাদনায় বিবেক বুঝি ম্লান।

মৃত্যু তো তাদের অপরিচিত নয়
বারুদের গন্ধে মিশেছে দু–বেলার রুটি
অনিশ্চিত এ জীবন, অস্থায়ী সংগ্রাম
মূল্যহীন টাকার দায়ে, সন্ত্রাসের পুঁজি।

এমনভাবেই কাটবে বছর কিংবা অর্ধজীবন
পচনশীল অঙ্গে লাগবে বোমা–গুলির ক্ষত
শিক্ষার সার্কাস যে বেআইনি এখানে
জন্ম থেকেই হত্যার বিষে, অনুভূতিরা নিহত।

তবু যদি কখনও পরিবর্তন আসে
গুলির শব্দ বদলে যায় শিশুদের হাসিতে
ধ্বংস হোক হিংস্রতার নির্দয় মনোভাব
মরুভূমিতেও বৃষ্টি হবে নির্মলতার সুরে।

–অনির্বাণ ঘোষ, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, প্রাক্তনী (১৯৯৮)

Mother Earth

Sania Parveen, Sem V, Bio Science(General)

I wonder how enormous the world is,
All living soul here exist,
Happiness, loyalty, peace all around,
Humans used to celebrate wherever they found.
Yes, I am talking about the glorious era,
Where people never owned any camera,
Where memories are captured in the heart,
And can never be eradicate even when the person gets apart.
But humans have altered the sphere,
By spreading venom in the air,
Corruption, hateness, jealousy everywhere,
People have forgotten the real meaning of care.
Let's put a step to conserve the soil,
Let's encourage our inner self to toil,
Let's not leave the land again to boil,
Let's hold on to the nature to recoil.

Jahid Hossain Mallick, Sem V, Zoology (Hons.)

কেবল কলকাতা

–সৌম্যদীপ সাঁতরা, তৃতীয় সেমেস্টার, প্রাণিবিদ্যা (অনার্স)

এই বাংলার কোলে বছরের পর বছর দাঁড়িয়ে আছে তোমার আমার কলকাতা শহর। রঙিন বাড়িঘর, উত্তরের এদো গলি, সাদা স্থাপত্যসমূহ, মাথা উঁচু করে দেখা অট্টালিকা, বলা না বলা অনেক কথা এমনই বহু সামগ্রী দ্বারা পরিপূর্ণ এই শহর।

এই শহর স্থলপথ– বায়ুপথ– জলপথ সকল ভাবেই বহির্জগতের সাথে যুক্ত। শহরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত অব্দি ছড়িয়ে রয়েছে নানান স্মৃতি, নানান বিস্ময়কর ঘটনা। একাধারে যেমন হাওড়া ব্রিজ, ভিক্টোরিয়া, ক্যাথিড্রাল ইত্যাদি মনমুগ্ধকর স্থাপত্য ইতিহাসকে বহন করে চলেছে তেমনি সাইনস সিটি, ফর্টি টু, নিউ টাউন আধুনিকতার মোড়কে আত্মপ্রকাশ করছে। কলকাতার প্রাণকেন্দ্র ধর্মতলা চত্বরে রোজ প্রায় লক্ষ লক্ষ লোকের আনাগোনা লেগেই রয়েছে। বাংলার ঐতিহ্য– সংস্কৃতি– বিভিন্ন পার্বণ– রীতি নীতি আবহমান কাল ধরে পালিত হয় কলকাতায়। কলকাতা অসংখ্য মানুষের প্রধান কর্মক্ষেত্র ও জীবিকা নির্বাহের একমাত্র অবলম্বন। বিভিন্ন সরকারি দপ্তর ও কর্পোরেট সেক্টর গড়ে উঠেছে। বর্তমানে কলকাতার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বব্যাপী। কলকাতার ইডেন পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম ক্রিকেট স্টেডিয়াম গুলির মধ্যে একটা আবার যুবভারতী ও দেশের সেরা ফুটবল স্টেডিয়াম গুলোর একটা। শহরের চারিদিকে ঐতিহ্য, ধর্ম ও আধুনিকতার অদ্ভুত এক মিশেল। বাংলার মিষ্টি বা দুর্গাপুজোর মাহাত্ম্য কারো অজানা নয়। কলকাতা বিভিন্ন ক্ষেত্রে আজ পরিচিতি পাচ্ছে বিশ্বের দরবারে।

না, আমার কাছে এই কলকাতা লন্ডন বা নিউইয়র্ক হতে চায় না! ঝাঁ চকচকে ফুটপাত, কাঁচ লাগানো বহু তল, কিংবা হলুদ রঙের মার্সিডিস গাড়ি কলকাতা শহরের পরিচয় হতে পারে না। কলকাতা নিজেকে খুঁজে পায় গড়ের মাঠে বসা ঝাল মুড়িওলার নিঃশ্বাসে, বড়বাজারে মাথায় বিশাল বাক্স বওয়া কুলির পরিশ্রমে, কুমোরটুলির মৃৎ শিল্পীর কাদামাখা হাতের বিশ্বাসে। সারল্য আজও কলকাতার অনেক মানুষের রন্ধ্রে টিকে আছে। মানুষ কলকাতার কাছে ধরা না দিলে কলকাতাও মানুষের কাছে ধরা দিতে চায় না। এই মায়া ভরা শহরটাকে মেট্রোরেলের টোকেনের লম্বা লাইনে কিংবা সরকারি বাসে ঝুলতে ঝুলতে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। যদি কেউ দিনের শেষে বাসস্ট্যান্ডে কিংবা বাবুঘাটের ফেরিঘাটে একাকী একটু মন দিয়ে লক্ষ্য করে তাহলেই দেখতে পাবে সকলেই ছুটছে! যাকে ঠেলে চলে যাচ্ছে তার দিকে ফিরেও কেউ দেখছে না। অথচ এই কলকাতাই মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গল ডার্বি দেখতে এক ডাকে রাস্তায় লক্ষ মানুষ ভিড় করিয়ে দিতে পারে, দুর্গাপুজোর চারটে দিন সমস্ত কাজ ভুলে রাস্তায় জনসমুদ্রের ঢেউ এনে দিতে পারে। জীবনটা বড্ড ধনেপাতা মার্কা হয়ে গেলেও কলকাতায় মানুষ এমন একটা জায়গা নিশ্চয়ই খুজে পাবে যেখানে কাজের চাপ–সম্পর্কের দায়িত্ব ভুলে নিজের সময় কাটানো যায়। দিনের পর দিন কলকাতা সাক্ষী থেকেছে অনেক ভাঙ্গা–গড়ার গল্পের। অনেক প্রেম হারিয়ে গেছে কফি হাউসের চায়ের কাপের শেষ চুমুকে, আবার অনেক নতুন প্রেম দানা বাঁধছে

নন্দনের প্রেক্ষাগৃহে। নানাবিধ পরিস্থিতির মাঝেও সাম্প্রদায়িক শক্তি, রাজনীতির কদর্য ভাবমূর্তি, অশিক্ষার চোরাবালি, বিশ্বাসঘাতকদের অহংকার প্রকট হচ্ছে অধুনা সমাজে। আঠেরোষ থেকে একবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বহু রাজনৈতিক সমীকরণ জেগে উঠেছে, অনেক ক্ষমতা লোভী শক্তি মুষ্টি শক্ত করে ধরেছে কলকাতাকে কিন্তু সবই মিলিয়ে গেছে আন্দোলনে, প্রতিবাদে। এই শহর অন্যায় দেখলে গর্জে উঠতে জানে। আজও দেশের কথা, দশের কথা ভাবতে জানে কলকাতা। কলকাতা আধুনিকতার মোড়কে নয় কলকাতা বাঁচে আবেগে, বিশ্বাসে। কলকাতা শহরেরও নিজের একটা স্বত্তা আছে, যা তাকে অন্য সব শহরের থেকে আলাদা করে চেনায়।

কলকাতা লন্ডন, টোকিও বা সিডনির সমার্থক শব্দ হতে চায় না, হতে চায় কেবলমাত্র কলকাতা।

Sayannya Biswas, Sem I, Zoology (Hons.)

~ বন্ধু ~

-সোহম ব্যানার্জী, তৃতীয় সেমেস্টার, প্রাণীবিদ্যা (অনার্স)

স্কুলের প্রথমদিনে চিনতাম না যাদের,
আর কিছুদিন বাদেই বন্ধু পেলাম তাদের।

ঝগড়াঝাঁটি - মারামারি সবই পাশে বসে,
কষ্ট দিলেও মানিয়ে নিতাম একটুখানি হেসে।

একই বেঞ্চে ঠাসাঠাসি, পাঁচ জনেতে বসা,
উঠতে বললেই হয়ে যেত ডিবেট একখান খাসা।

টিফিন বেলায় ভারী মজা নেই কোনো সেক্সান ,
সমান ভাগের টিফিন না পেলেই হত লোকসান।

ব্যাগ লোকানো, বোতল ফেলা চলত রোজ রোজ,
ব্যর্থ প্রয়াসে শুনতে হত "এবার নতুন কাউকে খোঁজ"।

ক্লাস করা আর শাস্তি পাওয়া সবই চলত একসাথে,
বোর্ডেতে নাম উঠলে পরেই বেত পড়ত পায়ে হাতে।

পরীক্ষার হলে নানা কৌশলে উত্তর হত জানা,
পিছন থেকে ডাক পড়ত - "স্কেলটা একটু দেনা"।

দেখতে দেখতে কাটলো বছর, শ্রেণী পেরোল দ্বাদশ,
এখন আর পাইনা শুনতে "আমার পাশে বস"।

বদলেছি আমরা সবাই, মনটা হয়েছে জড়,
এখন তাই বন্ধুত্বের থেকে আত্মসম্মানই বড়।

কাটবে সময়, বাড়বে বয়স যাব মোরা আরো দূরে,
তোরাই তবু থাকবি শুধু আমার স্মৃতির সবটা জুড়ে।

Pial Singha,
Sem I, Zoology (Hons)

Sayannya Biswas,
Sem I, Zoology (Hons)

সাদা-কালোয় "জীবন"

-স্বাগতালক্ষ্মী কর, প্রাক্তনী (২০২২), প্রানিবিদ্যা (অনার্স)

শহরের আকাশে কে যেন কালো রঙের পিচ ঢেলে দিয়েছে!
বাতাসে তাই নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয় বুঝি....
একাকীত্ব আর মনখারাপের দ্বন্দ্বে;
কেউ একজন জিতে যেতে চায়....
যদি মন খারাপই জিতে গেল....
তাহলে এইযে সহস্র মন খারাপের কুচি কুচি টুকরোগুলো
কেন আকাশে উড়িয়ে দিতে পারি না?
এইযে এত মেঘ ভেঙে বৃষ্টি পড়ে;
বৃষ্টি এলে বন্যা হয়;
বন্যার জলে কান্নাগুলো
কাগজের নৌকো বানিয়ে ভাসিয়ে দিতে পারি না কেন?
গঙ্গা নদী বয়ে যায়;
পাহাড় ভেঙ্গে ঝরনা নামে;
মেঘ চুঁইয়ে বৃষ্টি নামে;
কিন্তু না পূরণ হওয়া স্বপ্ন গুলো
বুকের ভেতর জমাট বেঁধে বরফ হয়ে যায় কেন?
মন্দবাসার গল্প গুলো
ডাক পিয়ন কি পৌঁছে দিতে পারে চাঁদের বুড়ির কাছে?
অথচ রঙিনে মোড়া সাদাকালো শহরে
শান্তির ধ্বজা উড়িয়ে কত যে পায়রা উড়ে যেতে দেখি....
ভিক্টোরিয়া কিংবা গঙ্গার ঘাটে
প্রেমিকের সারা জীবন পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দেখি.....
নীল সাদা শহরে নিয়নের ঝাড়বাতির তলায়
শত গরিবের চোখে বেঁচে থাকার ঝিলিক দেখি.....
সারাদিনের এক রাশ ক্লান্তি নিয়ে
টিউশনি পড়িয়ে সেই খরচেই কলেজের ফিজ্ ভরতে দেখি.....
বসের কাছে লাঞ্ছিত হয়ে আবার পরের দিন
হাসি মুখে অফিস গিয়ে
ছেলেটার মায়ের মুখে খাবার তুলে দেওয়ার সংগ্রাম দেখি.....
সারাদিনের ক্লেশ বহতা নদীর মতো
বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়াতে চায়.....
মানুষ বাস্তবতার প্রহসন করে....
কিন্তু সেই সত্যিটুকু পরখ করলে বোঝা যায়
এক আকাশ আলোর রোশনাইয়ের মাঝে ,
সব মানুষ হয়তো ভাবে, তারপর হয়তো বা কেঁদে ফেলে।
লড়াইটা কিন্তু চিরকালের.....

মেঘমালা

–শুভজিৎ নন্দী, পঞ্চম সেমেস্টার, প্রানিবিদ্যা (অনার্স)

দিগন্ত বিস্তৃত ঘন নীল অম্বর ,
তারই মাঝে ভেসে আছে মেঘমালা নিরন্তর,
যায় সে কতদূর,অজানা তার ঠিকানা,
সূক্ষ্ম দৃষ্টি মাঝে শূন্য তার জলকণা ।।
না জানি তার আনাগোনা কোন শুভ্র শিখরে,
কোন তটিনীর রামধনুতে মেঘমালা আজ সেজেছে !
দিবারাত্র চারিদিকে বিচরণ তার অবাধ,
কল্পনার জগতে কৃপা তার অগাধ।
কখনো শুভ্র কেশে নাম তার সিরাস,
কালো ছায়ার আঁধারে সেই কিউমুলোনিম্বাস।।
কলম এবার থামাই লেখা মেঘমালাকে নিয়ে,
বেলা শুধু গড়িয়ে গেলো গগণপানে চেয়ে।।

Ram Ritinker Hazra, Ex-student(2021), Zoology (Hons.)

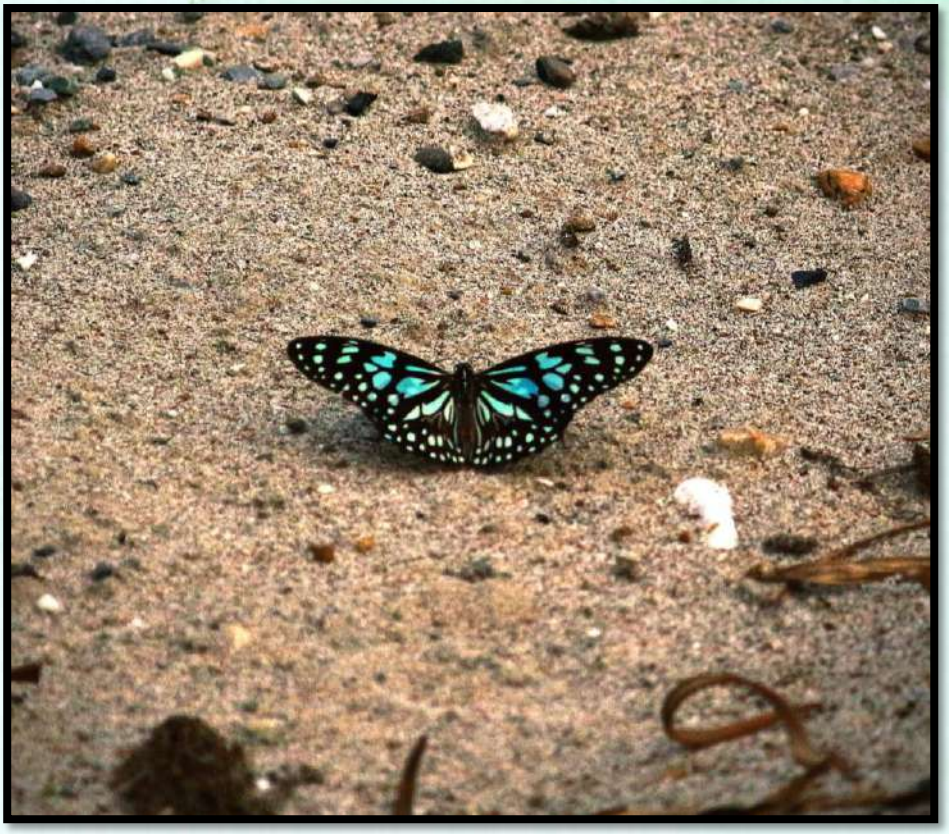

Dipjit Pal Chowdhury, Sem V, Zoology (Hons)

Ayon Layek, Ex-student (2022),Zoology (Hons)

Aritra Bhattacharya, Ex-student (2023), Zoology (Hons)

Shubhajit Nandy, Sem V, Zoology (Hons)

Jahid Hossain Mallick,
Sem V, Zoology (Hons.)

Ram Ritinker Hazra,
Ex-student(2021),
Zoology (Hons.)

Debojyoti Some, Ex-student (2022), Zoology (Hons.)